বিতর্কে জড়ালেন প্রতিমন্ত্রী শামসুল ও গবেষক নজরুল

প্রসঙ্গ ফারাক্কা বাঁধ

“ সরকারের ১০০ বছরের পরিকল্পনায় ফারাক্কা নিয়ে একটি বর্ণ পর্যন্ত নেই

ড. এস নজরুল ইসলাম

“ ফারাক্কা বাঁধ ভিন্ন দেশের ইস্যু। ডেলটা প্ল্যানে এটা থাকার কথা না

ড. শামসুল আলম

■ সমকাল প্রতিবেদক

শতবর্ষী উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘ডেলটা প্ল্যান’-এ ফারাক্কা বাঁধের বিষয়ে কোনো বক্তব্য না থাকার বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়িয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ক প্রধান উন্নয়ন গবেষক ড. এস নজরুল ইসলাম।

ড. এস নজরুল ইসলাম বলেন, ভারতের ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের পানির সংকটসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অথচ সরকারের ১০০ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ বিষয়ে একটি ‘বর্ণ’ পর্যন্ত নেই। তিনি বলেন, ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, ৪০ বছর বয়স হলেই নদীর বাঁধ পর্যালোচনা করতে হয়। ফারাক্কার বয়স ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ বাঁধের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা বিষয়ে ডেলটা প্ল্যানে একটা সাধারণ মন্তব্যও নেই।

ড. এস নজরুল ইসলামের মতে, ডেলটা প্ল্যানের রূপকল্প সঠিক হয়নি। তথ্য ঘাটতি আছে। সমন্বয় নেই।

তবে এ বক্তব্য ঢালাও, বাস্তবতাবিবর্জিত এবং নিষ্ঠুর বলে মন্তব্য করেন ড. শামসুল আলম। তিনি বলেন, অনেক কিছু না জেনেই এ ধরনের মন্তব্য করেছেন ড. নজরুল। ফারাক্কা বাঁধ ভিন্ন দেশের ইস্যু। এ ইস্যুতে বাংলাদেশের ডেলটা প্ল্যানে কিছু থাকার কথা নয়। অথচ ড. নজরুল ফারাক্কা বাঁধ ‘ডিমলিশ’ করার পরিকল্পনা নেই কেন– সে প্রশ্ন তুলেছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য হিসেবে সরকারের ১০০ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা ডেলটা প্ল্যানের প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন ড. শামসুল আলম।

পানিবিষয়ক এক সেমিনারে গতকাল বৃহস্পতিবার এ বিতর্কে জড়ান তারা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস সেমিনারটির আয়োজন করে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সংস্থার কার্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারের বিষয় ছিল, ‘বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।’ ড. এস নজরুল ইসলাম এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন। সেমিনার পরিচালনা করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন।

ড. শামসুল আলমের বক্তব্যের পর বিতর্ক আরও এগিয়ে নেন ড. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ফারাক্কা ভিন্ন দেশের ইস্যু হতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে রয়েছে, অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে কোনো দেশ এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, যাতে অন্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তার প্রশ্ন, ফারাক্কা নিয়ে কথা বলা না গেলে গঙ্গা ব্যারাজ নিয়ে কেন কথা বলা হচ্ছে?

অপ্রত্যাশিত এই বিতর্কের প্রশংসা করেন ড. বিনায়ক সেন। তিনি বলেন, এরকম পক্ষ-বিপক্ষ মতামত প্রকাশ এবং এর মধ্য থেকে সঠিক বিষয়টি বেছে নেওয়ার চর্চা এক সময় বিআইডিএসে ছিল। সংস্থায় আবার বিতর্কের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার কথা জানান তিনি।

আলোচনায় বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান বলেন, উন্নয়নে বৈষম্য দূর করতে পানি-সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বেশি হওয়া প্রয়োজন। পানিকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে অনেক মাস্টারপ্ল্যান নেওয়া হয়েছে। তবে খুব ভালো ফল দেখা যায়নি।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদীর বিষয়ে সরকারের মধ্যে কী ধরনের আলাপ-আলোচনা আছে, সেটা জানা দরকার। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, পানি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোই বড় সমস্যা। তাদের হাতেই সব নিয়ন্ত্রণ। উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শে তারাই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-বিআইজিডির প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েটের অধ্যাপক সুজিত কুমার বালা প্রমুখ।

সমকাল